পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
১ম সংখ্যা, মোক্ষদা একাদশী,
১০ই ডিসেম্বর, ২০১৬

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

Founder Acarya His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে   হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে

কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ কি?

(প্রথম পর্ব)

(শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থাবলি থেকে "বিষয়ভিত্তিক সংকলন")

*** **যথার্থ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া -** কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করার অর্থ যথার্থ জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হওয়া। মানুষ আজ জড়-জাগতিক জীবন যাপনে ক্লান্ত, বিশেষত পাশ্চাত্য দেশে। কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এখন পাশ্চাত্য সমাজকে নতুন জীবন দান করছে। *(কপিল শিক্ষামৃত, শ্লোক-১৪, তাৎপর্য)*

*** **জড় গণ্ডিতে পারমার্থিক জীবন -** কৃষ্ণভাবনামৃত হচ্ছে সাক্ষাৎ ভক্তিযোগ, আর জ্ঞানযোগ হচ্ছে ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত হওয়ার একটি পন্থাবিশেষ। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে পরম তত্ত্বের সঙ্গে আমাদের-সম্পর্কের কথা পূর্ণরূপে অবগত হয়ে তাঁর সেবায় কর্ম করা এবং এই ভাবনার পূর্ণতা আসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করার মাধ্যমে। শুদ্ধ আত্মা ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে তাঁর নিত্যদাস। মায়াকে ভোগ করবার ফলে সে মায়ার সংসর্গে আসে এবং সেটিই তার নানা রকম দুঃখকষ্ট ভোগের কারণ। যতক্ষণ সে জড়ের সংসর্গে থাকে, ততক্ষণ সে জাগতিক আবশ্যকতা অনুযায়ী কর্ম করতে বাধ্য হয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, প্রকৃতির গণ্ডির মধ্যে থাকলেও তা মানুষকে পারমার্থিক জীবন দান করে, কারন জড়জগতে ভক্তির অভ্যাস করলে জীবের চিন্ময়স্বরূপ পুনর্জাগরিত হয়। *(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৫.২৯ তাৎপর্য)*

*** **কৃষ্ণভাবনামৃতের সিদ্ধান্ত -** মানুষ তার স্বীয় স্থানে থেকে অথবা তার বৃত্তিকারক কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করে ভগবানের বাণী শ্রবণ করতে পারে৷ কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আমরা পৃথিবীর সর্বত্র আমাদের কেন্দ্র স্থাপন করছি, যাতে সকলেই ভগবানের বাণী শ্রবণ করে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ পায়। *(শ্রীমদ্ভাগবত-৪/২৪/৬৯, তাৎপর্য)*

*** **স্থূল ও জড় বস্তুসামগ্রীর সাথে আত্মিক সংযোগ বর্জন -** জড়জাগতিক দেহটি সদাসর্বদাই ইন্দ্রিয়ভোগ্য সামগ্রীর সাথে সংযোগ রক্ষা করতে থাকে, কারণ অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই দেহটিকে অবশ্যই আহার, নিদ্রা, পান ও বাচন ইত্যাদি করে চলতে হয়, কিন্তু জ্ঞানবান মানুষ যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত আস্বাদনের তত্ত্ববিজ্ঞান বোঝেন, তিনিও কখনও ভাবেন না, "এই ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুসামগ্রী আমার সম্পদ-সম্পত্তি বলে আমি গ্রহণ করেছি৷ ঐগুলি আমার ভোগতৃপ্তির জন্যে তৈরি হয়েছে।" তেমনই যদি শরীরটি কোনও চমৎকার কাজ সম্পন্ন করে, তাহলে কোনও কৃষ্ণভাবনাময় মানুষ উল্লসিত হয়ে ওঠে না, কিংবা কোনওভাবে কোন কাজে শরীর ব্যর্থ হলে সে বিমর্ষ হয় না। অন্যভাবে বলা চলে যে, কৃষ্ণভাবনা বলতে বোঝায় স্থুল ও জড় বস্তুসামগ্রীর সাথে সর্বপ্রকার আত্মিক সংযোগ বর্জন করা। ভগবানের শক্তিসমন্বিত প্রতিভূ মায়ার নির্দেশে সক্রিয় ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তিরূপে সেইগুলির ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করা উচিত। *(শ্রীমদ্ভাগবত - ১১/১১/৯, তাৎপর্য)*

*** **সক্রিয় কাজকর্ম -** সেবা মানে কাজকর্ম, কারণ আমরা যখন কারও সেবা করতে থাকি, তখন তো আমরা কাজই করি। যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের সেবা করি, তখন আমরা কৃষ্ণভাবনা প্রচার করছি, কিংবা ভোগ রান্না করছি, বা মন্দির মার্জন করছি, অথবা কৃষ্ণগ্রন্থ বিতরণ করছি, নয়ত তাঁর মহিমা নিয়ে কিছু লিখছি, বা তাঁকে নিবেদনের উদ্দেশ্যে খাদ্যসামগ্রী কিনে আনছি। এমনি নানাভাবেই সেবা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকে সাহায্য করা মানে তাঁর জন্য কাজ করতে থাকা- শুধুমাত্র এক জায়গায় বসে থেকে কৃত্রিমভাবে তাঁর ধ্যান করলেই তাঁর সেবা হয় না। কৃষ্ণভাবনা বলতে বোঝায় কাজকর্ম। আমাদের যা কিছু সম্পদ রয়েছে, তা সবই শ্রীকৃষ্ণের জন্যেই উপযোগ করতে হবে। সেটাই ভক্তিযোগের পদ্ধতি। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের দিয়েছেন একটি মন, সেই মনটিকে আমাদের শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় প্রয়োগ করতে হবে। এই হাতগুলি আমাদের দেওয়া হয়েছে এবং সেগুলিকে অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণের জন্য মন্দির মার্জন কিংবা ভোগ রন্ধনের কাজে আমাদের উপযোগ করতে হবে। আমাদের এই পা-দুখানি দেওয়া হয়েছে, আর সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যেতে হবে মন্দিরে। আমাদের একটি নাক দেওয়া হয়েছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত পুষ্পরাজির সুবাস আঘ্রাণের জন্যে আমাদের অবশ্যই সেটি কাজে লাগানো উচিত। ভক্তিযোগের পদ্ধতির মাধ্যমে আমরা এই সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করে থাকি এবং এভাবেই ইন্দ্রিয়গুলি হয়ে ওঠে চিন্ময় ভাবাপন্ন। *(যোগসিদ্ধি, অধ্যায়-এক: ক্রিয়াযোগ)*

*** **কৃষ্ণানুশীলনে বিপদ ও ক্লেশ -** সে যাই হোক, কুন্তীদেবী এই জন্মমৃত্যুর আবর্ত সম্পর্কে সচেতন এবং তিনি পুনরায় এই চক্রে পতনের সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেতে উদ্বিগ্ন। *অপুনর্ভবদর্শনম্* কথার মাধ্যমে তা প্রকাশ করা হয়েছে। সর্বদা কৃষ্ণকে দেখলে, কৃষ্ণভাবনাময় হওয়া যায়। কৃষ্ণভাবনামৃতের অর্থ হচ্ছে সবরকম কৃষ্ণচিন্তা করা। আমাদের চেতনা কৃষ্ণভাবনায় আবিষ্ট হওয়া উচিত। তাই সদ্গুরু কৃষ্ণানুশীলনপর ভক্তকে বিভিন্ন প্রকার সেবা দান করেন। যেমন, গুরুদেবের নির্দেশে ভক্তকে কৃষ্ণভক্তিমূলক গ্রন্থ বিতরণ ও বিক্রয় করতে হতে পারে। কিন্তু যদি ভক্ত মনে করে যে, গ্রন্থ বিক্রয়ে নিযুক্ত শক্তি মণি-মুক্তাদি মূল্যবান পাথর বিক্রয়ে ব্যবহৃত হওয়া বাঞ্চনীয়, তাহলে এই রকম ধারণা আদৌ ভাল নয়। সেই ক্ষেত্রে তারা মূল্যবান জহরৎ ব্যবসায়ীর চেয়ে উন্নত কিছু হবে না। কৃষ্ণভাবনা থেকে যাতে আমরা বিপথগামী না হই, সেই বিষয়ে আমাদের খুবই সতর্ক হতে হবে। কৃষ্ণানুশীলন বিপদজনক বা ক্লেশকর হলেও, আমাদের এগুলি সহ্য করা কর্তব্য। এমন কি এই সব বিপদকে আমাদের স্বাগত জানানো উচিত এবং কৃষ্ণের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত। *(কুন্তীদেবীর শিক্ষা, শ্লোক-৮ বিপদ: সন্তু, তাৎপর্য)*

প্রতি একাদশীতে প্রকাশিত এই ই-পত্রিকা পেতে আপনার ই-মেল আইডি পাঠান এই ই-মেলে – spss.ekadashi@gmail.com
ফেসবুক পেইজ লাইক করুন - শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ
https://www.facebook.com/spss.ekadashi/
What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

ভগবদগীতা. ২.৭-১১ -নিউ ইয়র্ক, ২রা মার্চ, ১৯৬৬

প্রভুপাদঃ অর্জুন এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। তিনি এই বিষয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন যে, তিনি কি যুদ্ধ করবেন, না করবেন না। এটিই ছিল তাঁর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা। তাঁর আত্মীয়বর্গ, যাদের সাথে তাঁকে যুদ্ধ করতে হবে, তাদেরকে তাঁর সম্মুখে দর্শন করে তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছেন। আর তখন কৃষ্ণের সাথেও কিছু যুক্তি-তর্ক উত্থাপিত হয়েছিল। আর কৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে উৎসাহ প্রদান করেননি। এখন, এখানে একটি বিষয় রয়েছে যে, শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। এটি কি?

যুবকঃ কি?

প্রভুপাদঃ এটি কি গ্রন্থ?

যুবকঃ ঠিক আছে, এটি হচ্ছে, এটি, এটি হচ্ছে ভগবদগীতার অনুবাদ।

প্রভুপাদঃ ঠিক আছে, না, তুমি আমার কথা শ্রবণ কর।

যুবকঃ আমি শ্রবণ করছি। আমি শ্রবণ করছি।

প্রভুপাদঃ ঠিক। তোমার মনযোগকে বিচ্যুত কর না। কেবল আমাকে শ্রবণ কর। যদিও পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত, কিন্তু তবুও তিনি তাঁকে উৎসাহ প্রদান করেননি। জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কেউ যখন বলে যে, "আমি......আমি এটি পরিত্যাগ করব। আমি এটি চাই না। আমি আমার বন্ধু এবং আত্মীয়দের সাথে যুদ্ধ করতে চাইনা। তার থেকে তাদেরকে ভোগ করতে দেওয়াই ভাল। আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করব।" জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি খুবই ভদ্র আচরণ যে, কেউ তার বন্ধু ও আত্মীয়দের হিতার্থে তার নিজের দাবী পরিত্যাগ করছে। কিন্তু কৃষ্ণ সেই প্রস্তাবকে অনুপ্রাণিত করছেন না। এটি আমাদেরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। কৃষ্ণ সেটিকে অনুপ্রাণিত করছেন না। কৃষ্ণ বরং ... কৃষ্ণ বরং অর্জুনকে প্ররোচিত করছেন যে, "এটি একটি খুব ভাল প্রস্তাব নয়। তোমার মর্যাদা অনুসারে এটি মানানসই নয়। তুমি একজন আর্য। তুমি একজন ক্ষত্রিয় রাজপরিবারের সদস্য। আর তুমি কিনা যুদ্ধ করতে অস্বীকার করছ ? না, না, এটি ভাল নয়। আর আমি হচ্ছি তোমার বন্ধু। আমি তোমার রথের সারথি হয়েছি, আর তুমি যদি যুদ্ধ না কর, তাহলে লোকে কি বলবে?" তাই এখানে দেখুন যে, তিনি এই প্রস্তাবে অনুপ্রাণিত করছেন না।

এখন, জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি একটি খুবই ভাল প্রস্তাব যে, অর্জুন যুদ্ধ করতে চান না, এবং কৃষ্ণ এই প্রস্তাবে অনুপ্রেরণা দিচ্ছেন না। এখন আসল বিষয়টি কি? কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারে যে, কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, তাহলে তিনি কেন যুদ্ধ করতে অনুপ্রেরণা প্রদান করছেন? বর্তমান কালে যখন কোন যুদ্ধের কথা উত্থাপিত হয়, তখন লোকেরা তা বন্ধ করতে চায়। বর্তমান কালে এই আন্দোলনটি সেই সকল জাতিগুলির মধ্যে প্রচারিত হচ্ছে যারা যুদ্ধ চায় না। কিন্তু এখানে আমরা দেখি যে, কৃষ্ণ এই যুদ্ধের ব্যাপারে নিরুৎসাহিত করছেন না। আমাদের এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করতে হবে। তিনি যুদ্ধকে নিরুৎসাহিত করছেন না, বরং এ ব্যাপারে দৃঢ় সমর্থন করছেন, অর্জুনকে প্ররোচিত করছেন যে, "না, না, না, এই প্রস্তাবটি তোমার মর্যাদা অনুসারে মানানসই নয়। তোমাকে অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে। অবশ্যই যুদ্ধ করতে হবে।" তাই এখানে একটি বিশেষ দিক রয়েছে যে, কখনও কখনও আমরা হয়ত এমন কিছু করতে পারি যা কিনা সাধারন লোকেদের দ্বারা অনুমোদিত, কিন্তু তা হয়ত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনুমোদিত নাও হতে পারে। বাহ্যিক ভাবে এটি হয়ত সাধারন লোকেদের অনুভূতিতে খুবই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি হয়ত সঠিক নাও হতে পারে, সঠিক নাও হতে পারে। আমরা যদি কৃষ্ণকে পরমেশ্বর ভগবান রূপে গ্রহণ করি, তবে কেন তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে প্ররোচিত করছিলেন? তার মানে এই নয় যে তিনি অর্জুনকে কোন অন্যায় কার্যে প্ররোচিত করছিলেন। কিন্তু জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অর্জুন ছিলেন একজন খুবই ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এবং তিনি যুদ্ধ করতে অস্বীকার করছিলেন তাঁর বন্ধুদেরকে যাতে হত্যা না করতে হয়, তাঁর আত্মীয়দেরকে যাতে হত্যা না করতে হয়। এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ দিক। তাই তিনি যুক্তি উত্থাপন করছিলেন, "না, না, আমি যদি যুদ্ধ করি তাহলে আমার আত্মীয়রা নিহত হবে, এবং তাদের পত্নীরা সকলে বিধবা হয়ে যাবে, আর তারা অসতী হয়ে পড়বে, আর তখন এই ব্যভিচারের দ্বারা বর্ণসংকরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, আর কে তখন শ্রাদ্ধ অর্পণ করবে? শ্রাদ্ধ......হিন্দু শাস্ত্র মতে শ্রাদ্ধ হচ্ছে একটি অনুষ্ঠান। আমি জানি না যে, তোমাদের খ্রীষ্ট ধর্ম মতে তোমরা তা পালন কর কি না, কিন্তু হিন্দু ধর্ম মতে, একটি মৃতদেহ কে প্রতি বৎসর শ্রদ্ধা অর্পণ করা হয়। ঠিক যেমন মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা হয়, তেমনি কোনও পরিবারে উত্তরাধিকারীরা কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পরে কিছু ভোজ্যদ্রব্য উৎসর্গ করে। একেই বলা হয় শ্রাদ্ধ। আর এরকম বিশ্বাস করা হয় যে এই উৎসর্গ মৃত পূর্বপুরুষের নিকট পৌছায়। তাই এটি হচ্ছে একটি পারিবারিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। তাই অর্জুন বলছিলেন যে, "এই লোকেরা সকলে নিহত হবে। তাহলে পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য কে প্রদান করবে?" তাই সাধারন দৃষ্টিকোণ থেকে, একজন সংসারী ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে, তিনি কৃষ্ণের সাথে অনেক ভাবে যুক্তি-তর্কের উপস্থাপন করেছিলেন। আর পরিশেষে তিনি স্থির করেছিলেন যে, "আমি যুদ্ধ করতে পারব না। আমি যুদ্ধ করতে পারব না।" তখন কৃষ্ণ তাঁকে প্ররোচিত করার প্রচেষ্টা করছিলেন, এবং তখন তিনি বলেছিলেন যে, "হাঁ, আপনি যা কিছু বলছেন যে, আমি হচ্ছি একজন ক্ষত্রিয় এবং আমি আমার কর্তব্য পালন করছি না, এই সবকিছুই ঠিক আছে, কিন্তু আমার মন এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছে।" তাই একই সাথে তিনি এই ব্যাপারেও সচেতন ছিলেন যে, কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণই এই কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার সমাধান করতে পারেন। তাই তিনি বলেছেন,

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥ (ভ.গী. ২.৭)

কার্পণ্যদোষ। কার্পণ্যদোষ মানে হচ্ছে একজন কৃপণ ব্যক্তি। তিনি এই সত্য ব্যাপারে অবগত ছিলেন যে, তিনি ছিলেন একজন মহানায়ক, এক মহাযোদ্ধা, এবং একই সময়ে তাঁর শত্রুরা সেখানে ছিল। তাই তাঁর প্রকৃত কর্তব্য ছিল যুদ্ধ করা। তারা যুদ্ধের আহ্বান জানাচ্ছিল। ক্ষত্রিয়দের জন্য কিছু দায়ভার রয়েছে। কেউ যদি প্রতিদ্বন্দীতা করে যে, "আমি আপনার সাথে যুদ্ধ করতে চাই", তাহলে একজন ক্ষত্রিয় তা অস্বীকার করতে পারেনা। কেউ যদি প্রতিদ্বন্দীতা করে যে, "হাঁ, আমি আপনার সাথে শর্ত লাগাতে চাই, জুয়া খেলা", একজন ক্ষত্রিয় তা অস্বীকার করতে পারে না। আর এই কারনেই পাণ্ডবরা তাদের রাজ্য হারিয়েছিল। অন্য পক্ষ, তাঁর জ্যেঠতুত ভ্রাতাগণ তাদেরকে আহ্বান করেছিল, "ঠিক আছে, চল আমরা শর্ত লাগাই।" তো সেই শর্তে তাদের রাজ্যকে শর্তমূল্য হিসেবে নির্ধারণ করার জন্য প্রস্তাব করল। "এখন, যদি তোমরা, যদি তোমরা পরাজিত হও তাহলে তোমরা তোমাদের রাজ্য হারাবে।" তো তাঁরা তাদের রাজ্য হারাল। তখন পরবর্তী প্রস্তাব ছিল, "যদি তোমরা পরাজিত হও তবে তোমরা তোমাদের পত্নীকেও হারাবে।" তো তাঁরা তাদের পত্নীকেও হারাল। আর একই ভাবে তাদেরকে আরও প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, "এখন যদি তোমরা পরাজিত হও তবে দ্বাদশ বৎসরের জন্য তোমাদের বনে গমন করতে হবে।" তো তাদের পেছনে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা ছিল, এবং পাণ্ডবরা বিভিন্নভাবে পরাজিত হয়েছিল, হেনস্তার স্বীকার হয়েছিল, লজ্জিত হয়েছিল, আর তা কুড়ি বৎসরের কম সময় ধরে ছিল না। আর এখন তারা মুখোমুখি যুদ্ধে সম্মুখীন। কিন্তু এখন তিনি যুদ্ধ করতে চান না। তার অর্থ হচ্ছে যে, তিনি কৃপণতা করছেন, তিনি তাঁর স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন। এখন এ ব্যাপারে সচেতন যে, "প্রকৃতপক্ষে আমি আমার স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত হচ্ছি।" কার্পণ্যদোষঃ "এটি আমার কৃপণতা।"

... (ক্রমশঃ)